ব্যথার পরাগ

শ্রীকৃষ্ণধন দে

প্রবাসী কার্য্যালয়
১২০।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে
শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ব্যথার পরাগ

প্রথম সংস্করণ (১১০০) আশ্বিন, ১৩৩৭

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক পত্রাঙ্ক ৴০—৷৴০, ৮১, ৮২ ও
সুলেখা প্রেস হইতে শ্রীসুশীলকুমার দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক ফর্ম্মা ১—৮ মুদ্রিত হইল।

মাতৃদেবীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

আমার প্রথম সাধনাপুষ্প

নিবেদিত হইল

কোজাগর পূর্ণিমা, ১৩৩৭
কলিকাতা,
২ নং মুসলমানপাড়া লেন

শ্রীকৃষ্ণধন দে

সূচীপত্র

উন্মীলনী

তৃষার ব্যথায় আকুল যে-ফুল নিদ্-পুরীতে একলা ঘুমায়
তুমি কি তা'র মুছিয়ে আঁখি জাগিয়ে দেবে চুমায় চুমায় ?
শুন্‌বে কি তা'র সকল কথা, অতলপুরীর গোপন ব্যথা,
চোখের জলের গানখানি তা'র লীন হ'য়ে যায় কোন্ নীলিমায় ?
আঁধার-রাতের বন্ধু আমার, পথ দেখালে হাতটি ধরে',
হায় ! দরদী, হাসির মাঝে চিন্‌লে ব্যথা কেমন করে' ?
রূপসাগরের অসীম কূলে ব্যথাই নিলে বক্ষে তুলে' ?
মুখোমুখী এবার দেখা হারিয়ে-যাওয়া তোমায়-আমায় !

ধুতুরাফুলের ব্যথা

দেব্‌তা, দীনের গোপনব্যথা তুমিই একা ফেল্‌লে ধরে' !
ঘরছাড়া এই সবহারাকে বাঁধ্‌লে শেষে স্নেহের ডোরে !
মৌমাছিরা পায় না মধু,
গাঁথ্‌তে মালা চায় না বধূ,
সবাই আমার কাছ থেকে হায় ! হয়ত ঘৃণায় পালায় সরে' :
তুমিই শুধু রাখ্‌লে আমায় কানের 'পরে কেমন করে' ?

গরল তুমি কণ্ঠে ধর, অমৃত-ভাগ চাও না এসে,
বীভৎস ওই হাড়ের মালা সাজায় তোমায় মোহনবেশে !
সবার চেয়ে তুচ্ছ যে ছাই,
তা'ই যে মাখ অঙ্গে সদাই,
কুটিল ফণীর বিষের ফেনা উথ্‌লে ওঠে জটিল কেশে,
শ্মশান তোমার বিহার-ভূমি, সেথায় ফের অট্ট হেসে !

বিশ্ব করে যাহার পূজা তা'কেই তুমি ভস্ম কর ;
শির পাতি' হায়! আকাশ থেকে তুমিই একা গঙ্গা ধর ;
চর্ম্ম বাঘের উত্তরীয়,
ডম্বরু যে তোমার প্রিয়,
হে নটরাজ, নৃত্যে তোমার নিখিলজনের শঙ্কা হর ;
তুচ্ছ যাহা, ঘৃণ্য যাহা, ভূষণ বলে তাহাই পর!

দেব্‌তা, একা তুমিই বোঝ অনাদৃতের ব্যথার বাণী ;
দম্ভতেজের দক্ষগুলোয় করেছ বধ ত্রিশূলপাণি!
তুমিই একা স্বর্গপুরে
ভেদ রাখনি সুর-অসুরে,
তুমিই অসুর জয় করেছ তাদের শিরে আশীষ্ দানি',
মহৎ তুমি, পেয়েছ তাই সব-উপরের আসনখানি।

আমায় তুমি কর্‌লে বড়, এই বেদনাই মরম দহে ;
অনাদর আর ঘৃণার বোঝা এর চেয়ে যে বরং সহে!
ভুল করেছ হে ভোলানাথ,
আর দিও না স্নেহের আঘাত,
পথের ধূলায় স্থান যে আমার, তোমার দয়ার স্বর্গে নহে ;
জগৎ উপহাসের ছলে তোমায় যে আজ পাগল কহে!

আম্র-মুকুলের ব্যথা

বসন্ত ত আসেইনি'ক মোটে,
মাঘের শীতে কাঁপিয়ে তোলে হাড়,
ঝরা-পাতার লেপটা দিয়ে গায়ে
পোহাচ্ছে রোদ "বাঁকা" নদীর পাড়
পিকের খবর কেউ জানে না বনে,
অশোক-কলি হয়নি আজো রাঙা,
সজ্‌নে-বধূর হয়নি মালা-গাঁথা,
হয়নি শিমূল এখনো ঘুম-ভাঙা।
আমায় তুমি পাঠিয়ে দিলে আগে,
এই ব্যথাটাই মনের ভেতর জাগে!

অন্ধ আঁখি নিবিড় কুয়াশাতে,
পড়্‌ল ঝরে' গোপন আশাগুলি,
দৌড়ে আসে উত্তুরে ওই হাওয়া
শাসন-ছলে মরণ-অসি তুলি'!
ফুল ফোটেনি আজ্‌কে মরা-বনে,
মৌমাছিরা কোথায় গেছে উড়ে',
শিশির জ্বলে ঘাসের নয়ন-কোণে,
"কাদাখোচা" ডাক্‌ছে করুণ সুরে
আমায় তুমি পাঠিয়ে দিলে আগে,
এই ব্যথাটাই মনের ভেতর জাগে!

কুরূপ বলে' তাই কি তোমার স্নেহ
পাই না বুকে সারাটা-প্রাণ ভরি' ?
গোলাপ-যূথী-চম্পা-বেলাই শুধু
তোমার সাথে ফির্‌বে গরব করি' ?
হয়ত যখন আবির-রাঙা পথে
বাজ্‌বে তোমার নূপুর দখিন্‌ বায়ে
শুকিয়ে-ঝরা আমার বুকের আশা
ধূলার সাথে উড়্‌বে পায়ে পায়ে !
আমায় তুমি পাঠিয়ে দিলে আগে,
এই ব্যথাটাই মনের ভেতর জাগে !

মহুয়াফুলের ব্যথা

স্বপনের নেশা টুটেনি এখনো নয়ন-কোণে
এখনো রয়েছে রাতি,
সারাটী রজনী জেগে আছি হেথা মধুকবনে
মিলন-শয্যা পাতি' ;
বিদায়ের দিনে উত্তর-বায়ু কেঁদে যায়,
যেতে যেতে তবু পায়ে পায়ে তা'র বেধে যায়,
শেষ-চুম্বনে ঝরা-পাতা করে 'হায়! হায়!'
রিক্ত-কানন-তলে ;
নিঃস্ব তরুর ধূসর বক্ষ ভরে
শিশির-অশ্রুজলে !

তন্দ্রা-জড়িত অলস নয়নে ফিরিয়া চায়
রাকা-শশী বারে বারে,
মেঘবালা আসি' হাতে ধরি' তা'রে লইয়া যায়
অস্ত-সাগর-পারে ;
ঝিকি-মিকি-ঢেউয়ে রূপালীর পাল তুলি'
হেসে ভেসে যায় কুয়াসার মেয়েগুলি,
সারা-যৌবন কাঁদে আজি পথ ভুলি'
অনাদরে অভিমানে,
ম্লান ঊষাতারা উপহাস-ভরা-আঁখি
চেয়ে আছে মোর পানে !

ব্যর্থ বাসর, শুষ্ক কুসুম, তৃষিত প্রাণ,
ছিন্ন বীণার তার,—
গিয়াছে ফুরা'য়ে জীবনের যত আশার গান,
নাহি, নাহি কিছু আর !
এস একবার—শেষবার—বুকে মোর
মহুয়াবনের যৌবন-মনোচোর,
তিলে-তিলে-রচা মুকুল-স্বপন-ডোর
ছিঁড়ো না নিঠুর হাতে,
দিও না ফিরায়ে যৌবন-নিবেদন
একটী ফাগুন-রাতে !

শত কামনার ফণী-বেষ্টনে মথিত হিয়া
শিহরিছে বারে বারে,
ডাকে ঊষা আজি বিদায়ের শেষ-লিপিটী নিয়া
জীবন-অস্ত-পারে !
এতটুকু দেরী সহেনি কি তা'র আজ ?
যেতে হবে ফেলি' অভিসার-ফুল-সাজ ?
এ জীবনে শুধু একটী মিলন-সাঁঝ
এল আর গেল ফিরে !
সবখানি গান হো'ল নাক আর গাওয়া
মরণ-সিন্ধু-তীরে !

অশোকফুলের ব্যথা

পাবেনা'ক খুঁজি' আমায় দেবতা-মন্দিরে.
অর্ঘ্য-কুসুমদলে,
আমি রহি শুধু স্নেহের তৃষায় বন্দী রে
নারীর অশ্রুজলে !
স্নেহের উৎস ক্ষীরধারা ঢালে বক্ষে যা'র
আমি যে স্বয়ং দেবতা হয়েছি চক্ষে তা'র,
আমারি পূজায় জননী-হিয়ায়
আশার প্রদীপ জ্বলে !

মাথা খুঁড়ে মরে স্নেহ-ক্ষুধাতুর-চিত্ত গো,
কপালে শোণিত ঝরে,
আমি সে শোণিত মুছাইয়া রাখি নিত্য গো
মুকুল-বক্ষ 'পরে !
বিধাতার বর মূরতি ধরে যে স্পর্শে মোর,
শিশু-কলরবে শিহরে ধরণী হর্ষে-ভোর,
মোর পদতলে নিতি আঁখিজলে
বধূ যে প্রণাম করে !

কবির চিত্ত খুঁজেছে আমায় ছন্দে গো
সীতার অশ্রুপাতে,
যে গান ফিরেছে বিরহ-মিলনানন্দে গো
তাপসী-উমার সাথে,
সেই গানগুলি আজো কি শোননি কুঞ্জ-ছায় ?
ফাগুন-বেলার গোধূলির মেঘপুঞ্জ-গা'য় ?
বন-মর্ম্মরে গিরি-নির্ঝরে
উতলা চৈত্র-রাতে ?

তৃণে নাহি শর, মাগি' ফিরে স্মর মঞ্জরী,—
গড়িবে শায়ক তা'র,
যৌবন-তৃষা-বক্ষে নিখিল-সুন্দরী
ফেলিছে অশ্রুধার !
আমারি মুকুলে রচি' শর ওগো চিত্তচোর,
বুঝিলে না আজো কি যে ব্যথা বুকে নিত্য মোর !
শোননি নিশীথে মর্ম্মর-গীতে
হৃদয়ের হাহাকার ?

মুক্তাবর্ষীর ব্যথা

কচি কচি পাতা আঁখি মেলি' মেলি' চায়,
ছোট ছোট ফুল ডাকে "আয় কাছে আয়,"
ছোট ছোট পাখী উড়ে' উড়ে' আসে পাশে,
ছোট হয়ে তা'রা ছোটকেই ভালবাসে,
নেমে আসে বুকে পাতার আড়াল দিয়া
এতটুকু রোদ্ স্নেহের পরশ নিয়া,
মধুমাছি আসি' কহে গরবের গানে,—
"এত ছোট তুই, কেন এলি এইখানে !"
ওগো ! ছোট আমি, ছোটদের ব্যথা বই,
চির অনাদরে ধূলায় পড়িয়া রই !

যত ছোট গান, যত ছোট ছোট সুর,
ছোট বীণাখানি করে' আছে ভরপুর,
আধো-পাওয়া কত ভুলে-যাওয়া ছোট ব্যথা,
কবে-বাধা-পাওয়া কোন্ চুপি-চুপি কথা,
ফাগুনের বনে মুকুলের নব রাগে
যত ছোট সুর একে একে আজ জাগে,
চুরি করে আনি' বাতাস সে-সবগুলি
ছোট বুকে মোর চুপি চুপি রাখে তুলি',
ওগো ! ছোট আমি, ছোটদের ব্যথা বই,
চির অনাদরে ধূলায় পড়িয়া রই !

নিশীথ-গগনে নিভে গেছে সব তারা,
আঁধার এসেছে ঘনাইয়া দিশাহারা,
ছুটে’ আসে ঝড় দানবের মত বেগে,
বজ্র গরজি’ উঠে কালো মেঘে মেঘে!
কোন্ অতলের নিভৃত বক্ষ টুটে’
ছোটদের ওই বেদনা শিহরি উঠে!
এস এস যত ছোট আছ দূরে কাছে,
তোমাদেরি তরে বুকের আসন আছে!
ওগো ছোট আমি, ছোটদের ব্যথা বই,
চির অনাদরে ধূলায় পড়িয়া রই।

অপরাজিতার ব্যথা

এতটুকু শুধু স্নেহের পরশ চাই
তরুণ-তরুণী-হাতে,
জানি মোর স্থান বিলাস-মালায় নাই
বাসর-মিলন-রাতে !
শুধু দেবপূজা, শুচি আর আরাধনা,
তুলসীর পাতা, চন্দন, আলিপনা,···
জীবনের যত হাসি আশা গান আলো
নিভে গেছে এক-সাথে !
নিখিল বিশ্ব কালো ওগো সব কালো
শূন্য জীবন-প্রাতে !

প্রভাত-শিশিরে ফুটে' ওঠে মোর ব্যথা,
আড়ালে লুকায়ে থাকি ;
অরুণ-কিরণ কানে কানে কহে কথা—
"তোল প্রিয়ে চারু আঁখি !"
ওগো, সরে যাও, ও কথা শুনিতে নাই ;
এখনি কে কোথা···ছি ছি লাজে মরে' যাই !
এ জনম সব দেবতার পায়ে ঢালা,
কিছু আর নাহি বাকী ;
সকল বেদনা, সকল কামনা জ্বালা
দেবতা নিয়েছে ডাকি' !

হেসে বলে চাঁদ—"ওগো, ওগো রূপরাণি,
কেন কুণ্ঠিতা অত ?
কেন যৌবনে রুদ্ধ হৃদয়-খানি ?
আছে যে কামনা কত !"
মরে সমীরণ আশে পাশে ঘুরে' ঘুরে',
কেঁদে ফিরে যায় ভ্রমর আকুল সুরে,
জমাট্ অশ্রু রুধেছে হিয়ার দ্বার,
নিষ্ফল আশা শত ;
শুধু বুকে বহি মৌন-বেদনা-ভার
চির-পাষাণীর মত !

শত প্রলোভনে নহি আজো পরাজিতা,
লক্ষ-কামনা-জয়ী
জ্বলে দিশাহারা বক্ষে বাড়ব-চিতা,
তবু গৌরবময়ী !
কেড়ে' নিও না'ক গরবের পুঁজি মোর,
ফিরে দাও শুধু একটু স্নেহের ডোর,
দেবতার-স্মৃতি-পূত গৈরিক-ভার
চিরদিন যেন বই,
জগৎ ডাকুক্ খুলি' উৎসব-দ্বার,
আমি যেন দূরে রই !

শিউলীফুলের ব্যথা

এইত এখনি ভেঙ্গেছে আঁখিতে ঘুম,
পূরব-আকাশ রাঙা যেন কুঙ্কুম,
আঁধার আলোর দোল্‌নার দোলে দোলে
ঘুমায়ে গিয়াছে চাঁদটী উষার কোলে ;
এখনো শিশির চুমু খায় কচি-ঠোঁটে,
এখনো বাতাস পুলকে নাচিয়া ওঠে,
এখনো হয়নি ধরণীর গান শোনা,
ছোট পা'গুলির ছুটাছুটি আনাগোনা,
জীবনের সাথে হো'ল পরিচয় সবে,
তবু কি আমায় এখনি ঝরিতে হবে ?

এস আরো কাছে, বল বল একবার,
ঝরার সময় এ নহে আমার আর ?
জলভরা নদী, হাসিভরা কাশ-বন,
পিছু ডেকে তা'রা মানা করে অনুখন,
ছোট ছোট মেঘ উড়ে' উড়ে' কোথা যায়,
মিনতির চোখে মোর পানে শুধু চায়,
কাঁদে বেনুবন,—"যাস্ না, যাস্ না চলি,"
শিশির-বালারা কাঁদে বসি' গলাগলি,
জীবনের সাথে হো'ল পরিচয় সবে,
তবু কি আমায় এখনি ঝরিতে হবে ?

এই সবে হায়! যৌবন ঘুম-ভাঙা
কোমল বৃন্ত করেছে কামনা-রাঙা,
কত না স্বপন পাপড়ির ফাঁকে ফাঁকে
আঁকাড়ি' আঁকাড়ি' আমায় জড়ায়ে থাকে,
আলোক-মেয়েরা ছুটে আসে কাছে মোর,
বলে কানে কানে "আয় খেলি চোর-চোর,"
জীবনের পথ গন্ধ-পুলকে ছাওয়া
সব গানখানি এখনো হয়নি গাওয়া,
আলোকের সাথে হো'ল পরিচয় সবে,
তবু কি আমায় এখনি ঝরিতে হবে?

পারুলফুলের ব্যথা

ভুলে গেছে লোকে সেই পুরাতন কথা,
দিদিমার মুখে কদাচিৎ কেহ শোনে ;
মা-হারা শিশুর করুণ বুকের ব্যথা
বুঝেছিনু শুধু মোরা ক'টী ভাই-বোনে।
সাতটী ভাইয়ের স্নেহের আশীষ্ মাথে
ফুটেছিনু তাই কোন্-সে অজানা প্রাতে !

চেয়ে গেছে ফুল, বলে' লোক কত-কি-যে,
কেহ বা সেধেছে, কেহ বা দিয়েছে গালি,
এসেছে মন্ত্রী, এসেছে ভূপতি নিজে,
এসেছে রাণীরা, এসেছে চাকর-মালী,
আসেনি'ক শুধু মোদের দুখিনী মাতা,
মা'র পথ চেয়ে ভিজেছে চোখের পাতা !

ভোরের প্রভাতী গেয়ে যায় যবে পাখী,
পূরব-আকাশে ম্লান শুকতারা জ্বলে,
ভাই-সাতটীকে ঘুম হ'তে তুলি ডাকি'
আজো চেয়ে থাকি সুদূর গগন-তলে।
যদি কোনদিন মা আবার আসে ফিরে',
ডেকে' তুলে' লয় বক্ষের স্নেহ-নীড়ে !

সূর্য্যমুখীর ব্যথা

কবিরা রচেছে মিথ্যা-কাহিনী, তুমি মোর কেহ নহ ;
গৌরব হায় ! হোল' কলঙ্ক, এ যে প্রাণে দুঃসহ !
পায়ের তলায় কাঁদিছে ধরণী জড়ায়ে শতেক পাকে,
একবারও হায় ! দেখিনি ফিরিয়া চির-স্নেহময়ী মা'কে !
তব পানে শুধু চেয়ে চেয়ে মোর আঁখি দুটী গেল ক্ষরে',
দিবসের শেষে উদাস হাওয়ায় দলগুলি গেল ঝরে' ;
এ ত নহে প্রেম ! এযে অভিশাপ ! ওগো কলঙ্কী বীর,
আমি হেথা র'ব লুটায়ে ধূলায়,—তুমি র'বে তুলি শির ?

কবিরা বোঝে না মর্ম্ম-বেদনা, শুধু করে পরিহাস ;
জানে না তাহারা নীরব ফুলের সুগোপন ইতিহাস ;
জানি না কখন্ কে দিয়াছে নাম জড়ায়ে তোমার সাথে,
মিথ্যারে আজ বড় করে' গেছে অলীক কল্পনাতে।
ফিরে লও তব রূপের মুকুট, ফিরে লও শোভা-সাজ,
জননীরে মোর ফিরে পেতে চাই বক্ষের মাঝে আজ !
ঝরে'-পড়া এই নহেত মরণ,—সে যে বাঞ্ছিত মোর,
মাটির চরণে বাঁধিব আবার স্নেহের পরশ-ডোর !

রজনীগন্ধার ব্যথা

তুমি এখন এলে ? মালা শুকায়ে গেল,
ওই গগন-কোণে চাঁদ নিভিয়া এল,
রাঙা মেঘের ফাঁকে ঊষা আবির মাখে,
শত বিহগ ডাকে "সুখ- নিশা ফুরালো" !

ওই সরসী-বুকে তা'র আরসি রাখি'
হেরে আকাশবধূ নিশি- জাগর আঁখি,
সেকি আমারি মত হায় ! বেদনা-হত ?
রাখে স্মৃতির ক্ষত ম্লান হাসিতে ঢাকি' ?

যেথা তীখন্ শরে বুকে লিখন্ গাঢ়,
সেথা কাঁটায় ব্যথা আর দিতে কি পার ?
হায় ! বাড়ব জ্বলে যা'র মরম-তলে,
সখা প্রদীপানলে তা'র কি করে আরো ?

সখা ! একটী রাতি, সখা ! একটী রাতি,
হায় ! একেলা জাগি' শুধু প্রহর গাঁথি,
বুকে তৃষার জ্বালা ঝরে ফুলের মালা,
ওই তারকাবালা সব নিভায় বাতি !

সখা ! গোধূলি-আলো যা'র জীবন আনে,
হায় ! ঊষার আলো তা'র মরণ হানে ?
আজি নিশার শেষে ছলি' মোহনবেশে
কোন্ নিঠুর এসে বিঁধে বিষের বাণে !

সখা ! আঁধার নাশি' নামে দিনের আলো,
সে কি প্রাণের হাসি হায় ! সবি' ফুরালো ?
যেই বুকের তলে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলে,
ঊষা খেলার ছলে শেষে তা'ও নিভালো !

সখা ! কে ডাকে মোরে কোন্ কামনা-পারে ?
মম জীবন-বনে খুঁজি বেড়াই তা'রে !
এই নিদালী নিশা, মম পহেলি তৃষা,
আঁখি হারায় দিশা ব্যথা- অশ্রু-ভারে !

শুধু স্বপন এ কি ? বল জীবন-সাথী ?
বল, যায়নি চলি' মম মিলন-রাতি ?
বল, আকাশ ঘিরে' এল গোধূলি ফিরে',
ও ত পূরব-তীরে নহে ঊষার ভাতি !

তুমি এখন এলে ? মালা শুকায়ে গেল,
ওই গগন-কোণে চাঁদ নিভিয়া এল,
রাঙা মেঘের ফাঁকে ঊষা আবির মাখে,
শত বিহগ ডাকে— "সুখ- নিশা ফুরালো"

রক্তজবার ব্যথা

চিত্ত-কোরক ভরিয়া উঠেছে রঙ্গিল-মদিরায়,
নব বসন্ত জাগিয়া উঠেছে যৌবন-বন-ছায়,
জ্বলে ভোগশিখা রূপের প্রদীপে, বুকে বাড়বের জ্বালা,
রেখেছি সাজায়ে অর্ঘ্য আমার অশ্রুকণার মালা !
কল্প-বীণার উঠে ঝঙ্কার নিখিল ভুবন ভরি',
ফেরে শিশুস্মর ল'য়ে ফুলশর অঞ্চল ধরি' ধরি',
কামনা-মুকুল আপনি ফুটিয়া আপনি ঝরিয়া যায় :
যৌবন-তৃষা শতরূপ ধরি' মূরছিছে পা'য় পা'য় !
কোথায় দেবতা, বাঞ্ছিত মোর, এস সখা এস ফিরে,
ঊর্ম্মি-মুখর পাষাণ-ধূসর জীবন-সিন্ধু-তীরে !

পঞ্চ-প্রদীপ ফুল-চন্দন বিল্ব-অর্কমালা,
কঠোরতা আর ভ্রূকুটীর তলে হোমের আগুন-জ্বালা
শুকায়ে মারিছে প্রতি পলে পলে কামনার শিশুগুলি,
পাষাণ-দেবতা নীরব রয়েছে সকল করুণা ভুলি'।
নিষ্ফল যত ব্যথিত বাসনা সারাদিনমান ধরি'
মন্দির-তলে গুমরিয়া মরে পাষাণে লুটায়ে পড়ি' !
হাসি-মুখে তবু বহিয়া বেড়াই যৌবন-অপমান,
অক্ষ-মালার রুক্ষ পরশে কেঁদে কেঁদে উঠে প্রাণ ;
দেবতার তরে মাথা পাতি' লই নিখিলের অভিশাপ,
অঙ্গ ভরিয়া দীর্ণ হিয়ার ফুটে রক্তের ছাপ !

আমি দেবদাসী, দেবসেবা লাগি' বিকায়েছি দেহ তা'ই,
ধ্যান-অর্চ্চনা পূজা-আরাধনা ইহা ছাড়া কিছু নাই !
মিলনের মালা চাহে না আমায়, চাহে না বাসর-রাতি,
বসে না'ক বধূ প্রিয়-পথ চাহি' বিলাস-শয্যা পাতি',
বাসক-সজ্জা দিয়াছে লজ্জা, বক্ষে জ্বলিছে চিতা,
যৌবন-চির-উৎসব-মাঝে কাঁদিছে উপেক্ষিতা !
রুক্ষ কঠোর কাপালিক তুমি সরে যাও,—সরে যাও,
এস বধূ-বর মিলন-হাসির একটু পরশ দাও !
ব্যর্থ জীবন ব্যর্থ কাহিনী যাক্ এ জগৎ ভুলে',
হৃদয়-রক্ত পড়ুক ঝরিয়া দেবতার পদ-মূলে !

পঙ্কজের ব্যথা

ছি ছি ছুঁয়োনা'ক, হ'য়ো না অশুচি,
শুচিবান্, আমি পাঁকের মেয়ে ;
জননীর যত ব্যথা অভিশাপ
সকলি রয়েছে আমায় ছেয়ে' !
এক-ঘরে' আমি ফুলের জগতে,
জলের গণ্ডী ঘিরিয়া আছে,
সঙ্গিনী শুধু শেওলা-কুমুদ
নাগিনীরা শুধু বেড়ায় কাছে !

পাঁকের অঙ্কে হোক্‌না জনম,
তবু নিখিলের চিত্ত হরি ;
প্রণয়ের দূত শত বিরহীর,
বিলাস-শয্যা রচনা করি ;
লক্ষ কবির চির-আরাধিতা
কবিতার আমি আসন হই,
সবিতার আমি পথ-সহচরী,
ধ্যানের অর্ঘ্য মাথায় বই !

কামিনীফুলের ব্যথা

যৌবন ? সে ত বিদায় নিয়েছে কবে,
হাজার অথবা লক্ষ বছর হবে,
ঠিক্ মনে নাই কিছুই ;—তবু যে আজো
কে যেন বলিছে—"সাজো লো রূপসি সাজো,
আকুল করেছে চৈত্রের নিশা গো
যৌবন-তৃষা হারায়েছে দিশা গো !"

খুঁজে মরি শুধু যুগ-যুগান্ত ধরি',
কেবা বলে যায় "সাজো প্রিয়ে ত্বরা করি" ;
স্বপ্ন-মদির স্তব্ধ নিশীথ-রাতে
চুপি চুপি কথা ভেসে আসে জ্যোছনাতে—
"পাগল করেছে চৈত্রের নিশা গো
যৌবন-তৃষা হারায়েছে দিশা গো !"

চমকিয়া উঠি, দেখি কেহ নাই কাছে,
পায়ের তলায় ধরণী ঘুমায়ে আছে,
ওগো ও তৃষিত, একি রহস্য তব,
কানে কানে কহ একি কথা অভিনব ?
দেখা হয়েছিল কোন্ স্বপনের পারে,
বন-মর্ম্মরে কোথা কোন্ অভিসারে !

হয়ত সেদিন সে-কথা হয়নি বলা,
ছায়ায় ছায়ায় চুপি চুপি পথ-চলা,
থম্‌থমে রাত, বাতাস বহেছে বেগে,
চাঁদ ঢাকা ছিল স্বচ্ছ রূপালি মেঘে,
চৈত্র-উতলা যৌবন-ভরা রাতে
মুখপানে চে'য়ে জেগেছিনু দু'জনাতে !

মাথার উপরে কুঞ্জবীথির ছা'য়
ফোটা ফুলগুলি ঝরে চঞ্চল বা'য়,
লাজ-কুণ্ঠিত ভয়-শঙ্কিত হিয়া
শুনেছিল যেন—"সাজ লো তরুণী প্রিয়া,
যেতে হবে আজ একসাথে বহুদূরে
অস্তগিরির কোন্‌-সে স্বপ্নপুরে !"

পথ-চলা শেষ, জীবনের তীরে তীরে
ছায়াময় আঁখি খুঁজে শুধু সাথীটীরে !
ডুবে গেছে চাঁদ, নিবে গেছে সব আলো,
মনে পড়ে না'ক সব কথা আজো ভালো,
উতলা বাতাসে কোন্‌ বসন্ত-রাতে
দেখা হয়েছিল কবে হায় দু'জনাতে !

বকুলফুলের ব্যথা

শ্রাবণের মেঘ বারণ করেছে মরণে মোর,
এ যে নাহি লাগে ভালো,
বিদায়ের ক্ষণে চাহি শুধু আজি রজনী-ভোর
একটু চাঁদের আলো !
চারিদিকে শুধু ঝরিছে অশ্রুবারি,
এ যে কোন’ দিন সহিতে নাহিক পারি,
ধরণীর কানে শেষ গানটুকু গাওয়া
হো’ল না বাদল-রাতে,
সকলের সাথে সাঙ্গ বিদায়-চাওয়া
নীরব দৃষ্টি-পাতে !

আসেনি কি আজ স্বপন-পরীরা সুবাস-চোর
বাতাসের ছায়ে ছায়ে ?
আসেনি কি তা’রা নিয়ে যেতে মুছে’ ঘুমের ঘোর
অপরশ-লঘু-পায়ে ?
ডেকে’ দে তাদের, বল্—আজি শেষ-রাতি,
চায় শেষ-দেখা তাদের খেলার সাথী,…
পাণ্ডুর ম্লান অধরে রেখেছি ধরি’
এতটুকু হাসিকণা,
মৃত্যু-কালিমা সে হাসি লয়নি হরি’,
তবু সাধ মিটিল না !

মাটির চরণে চেয়েছিনু বর রূপের লাগি'
কোন্ অতীতের ধ্যানে,
মুকুলের বুকে উঠেছিল আশা গোপনে জাগি'
আলোক-পরশ-জ্ঞানে ;
বাতাস বলেছে "সখি, চুম্বন চাই,"
ফাগুন্ বলেছে "তো'রে যেন বুকে পাই,"
আকাশ রচেছে রঙের মাধুরী ল'য়ে
মায়াপুরী কত সাঁঝে,
তা'রি মাঝে কবে ফুটেছিনু ফুল হ'য়ে
কোন্ সঙ্গীত-মাঝে !

আজি শ্রাবণের নিবিড় নিকষ-মেঘের রথে
মরণ এসেছে নামি' !
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে উৎসব-মেলা তন্দ্রা-পথে,
সঙ্গীত গেছে থামি' !
দাও ফিরে মোরে একটু চাঁদের আলো,
তেমনি আবার যৌবন-শিখা জ্বালো,
যা' কিছু দিয়েছি জীবন-অর্ঘ্যে ধরি'
চির-হাসি-ভরা-মুখ,
মরণ বেলায় রিক্ত পাত্র ভরি'
দাও তা'র এতটুক্ !

টগরফুলের ব্যথা

কবে তুমি শেষ-বিদায় নিয়েছ চৈত্রের অবেলায়,
চরণচিহ্ন পড়ে আছে শুধু শুষ্ক তৃণের গা'য় !
কবে তুমি শেষ ক'য়ে গেছ কথা ধরণীর কানে কানে,
দেবদারু-বনে স্মৃতিটুকু তা'র কাঁদিছে উতলা বা'য়।

ফুল হ'য়ে কবে ঝরে' গেছে হায় ! সে-দিনের কুঁড়িগুলি,
কচি পাতা সব বয়সে বেড়েছে পিক্ গেছে সুর ভুলি,
রিক্ত বৃন্ত বুকে ধরে' আছে হারাণো ফুলের ব্যথা,
শ্বসিতেছে বায়ু ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া উড়ায়ে পথের ধূলি।

সারাটী দুপুর ঘুঘু কেঁদে সারা নদীকিনারার গাছে,
রৌদ্রের জ্বালা বক্ষে ধরিয়া বালুচর পড়ে' আছে,
গাঙ্‌শালিকেরা দল বেঁধে' ওই ভিজাইয়া যায় ডানা,
চাতক যাচিছে এক ফোঁটা জল নিঃস্ব আকাশ-কাছে।

মৌন মাটির ফেটে যায় বুক তপ্ত দীরঘ-শ্বাসে,
তব-দেওয়া তা'র কনক-ভূষণ লুটাইছে আশেপাশে।
তব-পথে হায় ! চেয়ে চেয়ে তা'র পিঙ্গল দু'টী আঁখি,
"চোখ গেল" সুর মাঝে মাঝে কোথা দগ্ধ বাতাসে ভাসে !

নদীর ওপারে ভূর্জ্জের বনে পা ডুবায়ে কালো জলে
দিগ্‌বধূ সেথা ভিজা-চুল মেলি' বসেছে রৌদ্রতলে,
উশীর-গন্ধে বেড়েছে দ্বিগুণ তব-বিচ্ছেদ-জ্বালা,
ঢেউ হ'তে ফেনা কাড়িয়া লইয়া মাখে তা'ই কুতূহলে।

বেতসীলতার ছায়ায় ছায়ায় নাগকেশরের মূলে
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে বাজে জলতরঙ্গ ভেঙ্গে-পড়া-কূলে-কূলে,
তোমারি বিরহে ছল-ছল-আঁখি গুঞ্জামালাটী পরি'
আন্‌মনা কোন্ সাঁওতালবালা চেয়ে' থাকে কাজ ভুলে'।

করবীগুচ্ছে সাজায়ে কবরী কাঠমল্লিকা-হাতে
বনবালিকারা যাচে বুঝি ওই শেষ-দেখা তব-সাথে,
ক্ষুব্ধ হৃদয় কাঁদে অভিমানে "এস হে নিঠুর ফিরে",
কুসুমের মালা ছিঁড়ে' ঝরে' পড়ে পল্লব-করাঘাতে।

উদ্দামবায়ু সাড়া দিয়ে যায় বেঁউড়-বাঁশের ঝাড়ে,
কেঁদে ঝরে' পড়ে শুষ্কপত্র নিষ্ফল-হাহাকারে,
কাঁপে শির্ শির্ হোথা শরবন নোয়ায়ে নোয়ায়ে মাথা,
আকাশের পানে অঙ্গুলি তুলি' শাপ দেয় বিধাতারে!

তোমারি পরশ আনে শুধু প্রাণে নিষ্ফল ব্যাকুলতা,
যৌবন হেথা মূরছি' পড়েছে, পারেনি কহিতে কথা,
নিবে' আসে ধীরে রূপের প্রদীপ আরতির নাহি কেহ,
জীবন-বীণায় শুধু বাজে হায়! গোপন-তৃষার ব্যথা!

চাঁপার ব্যথা

বনে বনে কবে থেমে গেছে মধু-সুর,
কচি কিশলয় শুকায়ে গিয়াছে তাপে,
মূর্চ্ছিতা ধরা পড়ে আছে তৃষাতুর
পাষাণীর মত বিধাতার অভিশাপে !
চাহিনি ফুটিতে, তবু গো ফুটিতে হবে,
চাঁপা-ছাড়া আজ কে আর জাগিয়া রবে ?

বুকের শোণিতে জ্বালিয়াছি দীপখানি
আরতির লাগি' দেবতা-চরণ-তলে,
বিধবা-চাঁপার কে বোঝে মরম-বাণী,
কি ব্যথা লুকানো শিশির-অশ্রুজলে !
হাসিতে পারি না', তবু গো হাসিতে হ'বে
চাঁপা-ছাড়া কেবা হাসিবার ভার ল'বে ?

বাসর-রাতিটী না যেতে পোহায়ে হায় !
মুছে' গেছে মোর সিঁথির সিঁদুর-রেখা,
জ্বলেছি চিতার অনলশিখার-প্রায়,
আজো বুকে মোর আগুন-আখর লেখা !
কাঁদিতে চাহিনি, তবু গো কাঁদিতে হ'বে,
চাঁপা-ছাড়া আর কে আছে অভাগী ভবে ?

তিলে তিলে রূপ ফুটে' উঠে' পড়ে ঝরি',
তিলে তিলে আশা কেঁদে' উঠে বেদনায়,
চারিদিকে শত কামনা মূরতি ধরি'
ডাকে "আয়, আয়, রূপ যে লো বয়ে' যায় !"
ফিরা'তে চাহি না, তবু গো ফিরা'তে হ'বে,
চাঁপা-ছাড়া আর কে অত যাতনা স'বে ?

কর্ণিকারের ব্যথা

অতীত ভারত, অতীত কাহিনী, অতীতের সুখ-ব্যথা
তুমি কবি কবে গেঁথেছ ছন্দে আজো যেন কহে কথা !
শত মিলনের মধুর হাসিটী শত বিরহের বাণী
আজো যেন কবি প্রাণের মাঝারে করে সব কানাকানি !
মনে হয় হায় ! কত আপনার, কত পরিচিত তা'রা,
তা'দের প্রাণের স্পন্দনটুকু মোর প্রাণে দেয় সাড়া।
দেবী ভারতীর কণ্ঠে দিয়েছ যে কবিতা-মণিহার,
তা'রি মাঝে হায় ! কোন্ ভুলে কবি গাঁথিলে কর্ণিকার ?
উৎসব কবে হ'য়ে গেছে শেষ, জানি নাই কোন' কথা,
শুধু জেগে' আছে স্তব্ধ বীণায় হারাণো সুরের ব্যথা।

বল বল কবি বিচ্ছেদ-ব্যথা আজিও কি মেঘ বহে ?
উত্তর হ'তে উত্তরে গিয়া বিরহ-বার্ত্তা কহে ?
রজনী-বধূ কি পাণ্ডুর ম্লান আজো সিতাংশু-করে ?
মদিব-নয়না করভোরু বালা কাঁদে কি বেদনা-ভরে ?
আজো কি এসেছে যক্ষ-বালারা মন্দার-তরু-ছায়ে,
মন্দাকিনীর তটে তটে ফেরে মণি-মঞ্জীর-পায়ে ?
স্বর্ণবালুতে লুকাইয়া মণি তেমনি কি করে খেলা ?
মেঘছায়াভরা দীর্ঘ দিবার তেমনি কি কাটে বেলা ?
করিমদ মাখি' আজিও কি রেবা উপলনূপুর-পায়ে
ফুটা'তে মুকুল চুম্বন আঁকে তীরের বকুল-গায়ে ?

বল বল কবি কোথা সেই মোর মালবিকা মাধবিকা ?
যুগ যুগ হ'তে রেখে' গেছে জ্বালি' অম্লান রূপশিখা !
কোথা অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সে, আজো কি কুঞ্জছা'য়
"পিঅ সহি" ধ্বনি বেজে' বেজে' উঠে উতল দখিনা-বা'য় ?
লতিকা-বিতানে শকুন্তলা কি রচে আজো প্রেম-গান ?
ঋষি কণ্বের বিদায়-বেদনা আজো কি কাঁদায় প্রাণ ?
উর্ব্বশী নামে দেবসভা-হ'তে বরণের-মালা-করে ?
মরতের প্রেম পান করি' তবু হৃদয় নাহিক ভরে !
আজো কি নৃপতি বসে আছে সেই লতিকার পদমূলে ?
আজো বসন্তে ঝরে কি কুসুম শিরে তা'র দুলে' দুলে' ?

বল বল কবি ভাসে কি এখনো অজ-বিলাপের রেশ ?
বকুল-কুসুমে বিলাস-মেখলা হয়নি কি গাঁথা শেষ ?
একসাথে হায় ! ভূতলে লুটায় দু'টী মন্দার-মালা,
আগুন-আখরে লেখা আছে বুকে চির-বিরহের জ্বালা !
এখনি যে তা'র চারু-অপাঙ্গে বিদ্যুৎ-শিখা জ্বালি'
ধরেছিল মুখে রক্ত-আসব অধরের পুটে ঢালি',
সে-সকলি আজ কে নিল হরিয়া, কে হানিল শেল-ব্যথা,
চরণ-প্রান্তে লুঠায়ে পড়িল বজ্র-দাহিতা লতা !
আজো কি কাঁদিয়া ফেরে সে-বেদনা মথিয়া মর্ম্মতল ?
আজো অলক্ষ্যে ফেলে দেবতারা ব্যথিত অশ্রুজল ?

বল বল কবি শুক্লা-তিথির ভেদি' দিগ্‌বাল-রেখা
বন-সীমান্তে দেখা দেয় যবে চারু মৃগাঙ্কলেখা,
নিশীথে কাননে চলে উৎসব, পথপাশে শত শত
কিশলয়াধরে আজো ফুলগুলি ফুটে কি হাসির মত ?
দারুহরিদ্রা রাঙায়ে তুলে কি সুকুমার তনুগুলি ?
অগুরু-ধূপের সৌরভ-ধূমে দেয় কি কবরী খুলি' ?
কুঙ্কুম-গুঁড়া রত্ন-প্রদীপে ছুড়ে ফেলি' লাজভরে
নিভায় কি বালা নিশার আলোক নীবি খসিবার ডরে ?
অভিসারিকা কি ফেলে' গেছে পথে কবরী-কুসুম-মালা ?
সিঁথির মুকুতা ছড়ায়ে পড়েছে পায়নি কি খুঁজি' বালা ?

বল বল কবি নববসন্তে দয়িত সে অভিমানী
কুরুবকফুলে পেয়েছে কি তা'র অতনুর লিপিখানি ?
চুপি চুপি আসি' অভিসার-পথে লুকাইয়া রহি' স্মর
চ্যূত-মঞ্জরী-রক্ত-অশোকে রচে কি তীক্ষ্ণশর ?
মদালস আঁখি আসে কি মুদিয়া, বেপথু অঙ্গে জাগে ?
গত রজনীর মাধবী-বিলাস স্মরে বালা অনুরাগে ?
আজিও কি আসে নিদাঘ-প্রাবৃট্ যৌবন-তাপে দহি',
মধুর শরৎ হেম-হেমন্ত প্রণয়ীর ব্যথা বহি' ?
আজো কি আবার শীতের কুহেলি আনে পথে নীরবতা ?
তুষার-শীতল পবন-পরশে কাঁপে প্রিয়ঙ্গুলতা ?

বল বল কবি যদি নাহি ফিরে অতীত স্বপ্নময়,—
তবু চাহ আজি কর্ণিকারের বেদনার পরিচয় ?
শুধু মনে পড়ে একখানি গান, কথাগুলি গেছি ভুলে',
সুরটুকু হায় ! তা'ও হারায়েছি বিস্মরণীর কূলে !
শুধু ছিল মোর একখানি গান, এইটুকু পড়ে মনে,
রূপদক্ষের সুরের তুলিতে আঁকা ছিল সযতনে।
নগরী-বধূর কবরী-কুসুম, বিলাসের প্রিয়হার,
বন-লক্ষ্মীর কবরী-ভূষণ আমি যে কর্ণিকার !
চেয়ে আছি পথ যদি আসে কবি অতীত-ভারত ফিরে',
যদি খুঁজে' পাই হারাণো সে-গান রেবা-নর্ম্মদা তীরে !

কৃষ্ণকলির ব্যথা

হাওয়ার বুকে সুরের লিপি যায় কে লিখে ?
চিনি চিনি চিন্‌তে পারিনা যে,
সন্ধ্যামণি, দোলনচাঁপা, ওলো মল্লিকে,
হঠাৎ কোথা বিদায়-বাঁশী বাজে ?
অনেক দিনের সঙ্গী তোরা বনের,
জানিস্ আমার সকল খপর মনের,
এক ফোঁটা জল উদাস আঁখি-কোণের
ঝর্‌ল কেন এম্‌নি ফাগুন্‌-সাঁঝে ?

ভোম্‌রা-কালো দীঘির জলে কাঁপে যে-ছায়া
অজানা কোন্ বাঁশীর সুরে সুরে,
অস্ত-মেঘের আঁধার-আলোয় ধরেছে কায়া
ব্যথাটী তা'র সন্ধ্যা-আকাশ জুড়ে !
বাতাস যে আজ লুটিয়ে পড়ে আছে
ধূলায়-ঝরা শুক্‌নো পাতার কাছে,
ভোলেনি সে নূতন পাতার নাচে,
ফুলের বনে বেড়ায়নি সে ঘুরে' !

বসন্ত আজ থম্‌কে গেছে কানন-কিনারে,
এগিয়ে যেতে চায় না যে তা'র প্রাণ ;
ফুলের ধনু হারিয়ে গেছে পথের মাঝারে,
অতনু আজ দাঁড়িয়ে ম্রিয়মাণ !
ফুট্‌ল না আর অশোককুঁড়িগুলি,
আমের মুকুল চাইল না মুখ তুলি',
মরণ যে আজ এনেছে পথ ভুলি'
হয়ত বা কা'র বিদায়-বেলার গান !

বিদায়-বাঁশী থাম্‌ল আসি' আমার দুয়ারে,
লিপিতে মোর মরণ-নিমন্ত্রণ !
স্বস্তিভরা শ্বাস ফেলে সব বল্‌ছে "আহা রে !
ঝরা'র বেলা ও'রি কি এখন ?"
অশোককলি ফুট্‌ল আবার শাখে,
আমের মুকুল দখিন্‌ বাতাস মাখে,
কৃষ্ণকলির খপর কে আর রাখে ?
বসন্ত তা'র নয় ত আপন !

হাস্নুহানার ব্যথা

বিদেশী পথিক্, যা'বে তুমি কতদূরে ?
যা'বে কি আমার হারাণো স্বপন-পুরে ?
বলো বলো মোরে সে-দেশের সব কথা,
জ্যোছনা-রাতের লুকানো মরম-ব্যথা ;
আজো কি সেথায় বুকে ধরি' মরুছবি
আকাশের তলে বসেছে দরদী কবি ?
খেজুরের বন তারার কিরণ-তলে,
গলাগলি করি' গোপন কথাটী বলে ?
বুল্‌বুলি আজো আসে কি আঙুর-ক্ষেতে,
রং-ধরা ঠোঁটে চুমু খায় গানে মেতে' ?
আনারের কলি ফোটে কি দখিনা-বায়ে ?
কাঁদে কি পাপিয়া মেহেদীর বনছায়ে ?

বিদেশী পথিক্, যা'বে তুমি কতদূরে ?
যা'বে কি আমার হারাণো স্বপন-পুরে ?
এলাচি ফুলের সৌরভ যেথা ভেসে'
উতলা রাতের মরমে মরমে মেশে,
বসে তরুণীরা এলায়িত-কালো-চুলে,
মিঠে-হাসি হাসে মনের কপাট্ খুলে',
সারংয়ের সুরে নূপুরের তালে-তালে
বুকের শোণিতে কি আগুন্ সেথা জ্বালে,

স্বপনের নেশা কাজল্-বুলানো চোখে,
কা'রে ডেকে' বলে অসহ চন্দ্রালোকে,—
"মরুর প্রেমিক্, এস এস আজি ছুটে'
যৌবন লহ লুঠিয়া বক্ষপুটে !"

বিদেশী পথিক্, যাবে তুমি কতদূরে ?
যাবে কি আমার হারাণো স্বপন-পুরে ?
মরুর হৃদয় যেখানে আত্মহারা,
বালুকা-আঙুলে ছুঁতে চায় গ্রহ-তারা,
কালো ঝড়ে ঢাকে ধরণীর হাসি-মুখ,
কাঁপে উটগুলি মাটিতে পাতিয়া বুক ;
তুরাণী দস্যু ভয়ে বুকে হাতে রাখি'
ভুল করে' ফেলে আল্লার নাম ডাকি' !
শৃঙ্খল-ছেঁড়া কোন্-সে খেয়ালী খুনী
উল্লাসে নাচে মৃতদেহ গুণি' গুণি' !
দুর্দ্দম তৃষা উপোসী মরুর বুকে
ধ্বংসের গান গেয়ে ওঠে কৌতুকে !

বিদেশী পথিক্, যা'বে তুমি কতদূরে ?
যাবে কি আমার হারাণো স্বপন-পুরে ?
আঁধার রাত্রি বুকে এসে সেথা চাপে,
নিশ্বাস যেন বাহিরিতে ভয়ে কাঁপে !
কে যেন চলেছে নিশীথের অভিসারে
কোন্ হারেমের অসি-সঙ্কুল দ্বারে,

যেথায় রূপসী গুমরি' গুমরি' কাঁদে
যৌবন-ভরা বেদনার অবসাদে !
কালো চুলে তা'র হেনার গন্ধমাখা,
আঁখির ভোম্‌রা কাজল্‌-ভিজানো-পাখা,
মতির কাঁচলি মাটিতে পড়েছে খুলে',
বেদনার কীট পশেছে কোমল ফুলে !

বিদেশী পথিক্‌, যা'বে তুমি কতদূরে ?
যা'বে কি আমার হারাণো স্বপন-পুরে ?
ঝঞ্ঝার সাথে মিতালী যেথায় চলে,
বজ্রের সাথে গান বাজে কুতূহলে,
যৌবন যেথা জাগি' ওঠে নির্ভীক,
ঘোড়ার সওয়ার হারায় দিগ্‌বিদিক্‌,
শৃঙ্খলহারা যা'রা মরু-প্রান্তরে
মৃত্যুরে ডাকি' আগুনের খেলা করে,
প্রেম যেথা খোঁজে নীরব কুহেলি-রাতে
অসি-ঝন্‌ঝনা বীরের রক্তপাতে !
চলা-পথ যেথা যৌবন-তেজে-গড়া
সরাইয়া রাখে হীনতা, ভীরুতা, জরা !

বিদেশী পথিক্, যা'বে তুমি কতদূরে ?
যা'বে কি আমার হারাণো স্বপন-পুরে ?
প্রেমের নেশায় ছলোছলো-দুটী-আঁখি
খুঁজে' ফিরে যা'রা কোথায় তরুণী সাকী !
ছুটে' চলে যা'রা বন্ধন-হীন-প্রাণ
মুক্তি-পথের সন্তান মহীয়ান্,
মুক্ত আকাশ ছড়াইয়া নীল পাখা
যা'দের প্রাণের কামনায় রহে আঁকা,
মুক্ত মাটিতে, মুক্ত বাতাস-বুকে
জেগে' রয় যা'রা গরিমা-উজল-মুখে,
বিদেশী পথিক্,—বল বল, একবারো
তা'দেরি পরশ মোরে এনে দিতে পারো ?

কেতকীর ব্যথা

মেঘ উঠেছে গগন-কোণে, ঝড় উঠেছে বনে ;
অজানা এক বিষাদছায়া ঘনিয়ে আসে মনে ;
দীঘির ভাঙ্গা ঘাট্‌টি জুড়ে'
ফুলগুলি সব পড়্‌ল উড়ে',
দিনের আলো নিভ্‌ল বুঝি শ্রাবণ-বরষণে !

তালের বনে মাতাল হাওয়া বেড়ায় শুধু ঘুরে',
কে কাঁদে আজ দীঘির পাড়ে ঘুঘুর সুরে সুরে !
টুপুর্‌ টুপুর্‌ পাতায় পাতায়
কা'র বীণা আজ হৃদয় মাতায়,
ঝড়ের গানে জাগ্‌ল সে-সুর পল্লী-কানন জুড়ে' !

কি যেন আজ হারিয়ে গেছে বাদল বায়ে বায়ে,
কে যেন আজ ডাক দিয়েছে মেঘের ছায়ে ছায়ে,
দোদুল্‌ পলাশপাতার কোলে
কোন্‌ প্রেমিকার অশ্রু দোলে,
কোন্‌ কিশোরীর বাজ্‌ছে নূপুর চপল পায়ে পায়ে

স্বপন-পুরীর সোনার কাঠি লাগ্‌ল কি আজ গা'য় ?
নিঝুম্ দিবা ঘুমিয়ে গেল আঁধার-মাখা-কায় !
বাদল-বনের গন্ধ-মাখা
আদল্ বাতাস ঢুলায় পাখা,
ঘুম-পাড়ানীর গানটী বাজে "ঘুম-পরীরা আয়" ।

কদম কেন শিউরে ওঠে ঘন পাতার ফাঁকে ?
বাদল-ধারায় ভাব লেগেছে লুকিয়ে সে আর থাকে !
বান্ধুলী আর নাগ্‌কেশরে
জমিয়ে তোলে ফুল-আসরে,
রূপ্‌হীনা ওই শ্বেতকরবী অঙ্গ লাজে ঢাকে ।

বাজের সুরে মাদল বাজায় সঙ্গীহারা কে ?
জাগিয়ে তোলে মেঘবালাদের অশ্রুধারাকে !
কা'র হাহাকার বক্ষ টুটে'
ঈশান্ কোণে ফুক্‌রে উঠে,
ক্ষেপিয়ে তোলে রূপ্-পাগল ওই বাতাস ছোঁড়াকে !

স্বপ্নে-দেখা কোন্ রূপসী লুকিয়ে কানন-ছা'য়
প্রণয়লিপি বিলিয়ে গেল উড়ন্ত পাতায় !
বাদল-ধারার নূপুর সুরে
আশপাশে কে বেড়ায় ঘুরে,
ব্যথার হাসির ঢেউ লাগে আজ দোলন্ চাঁপার গা'য়।

বেড়াই খুঁজে' তোমায় সখা ! বাদল-ধারাতে,
উতল ঝড়ের গোপন বুকে, মেঘের কারাতে ;
সিক্ত বনের গন্ধ-মাঝে
খেই-হারাণো গানটী বাজে
কোন্ অতীতের একটী স্মৃতির বেদন বাড়া'তে !

সজিনাফুলের ব্যথা

দেহের ক্ষুধায় আছে মোর ঠাঁই,
প্রেমের ক্ষুধায় নাই ?
শুধু এ দেহের আস্বাদটুকু
পশুর মতন চাই ?
ফুল-জনমের দেহখানি শুধু
লালসা-রসনা দিয়া
শতরূপে তুমি উল্লাসভরে
নিতে চাও নিঙারিয়া ?
যৌবন শুধু চিনিয়াছ হায় !
নিটোল তনুর স্বাদে ?
বুঝিলে না কবি, অন্তর তা'র
কোন্ বেদনায় কাঁদে ?

বেণীটী বাঁধিয়া নব ফাল্গুনে
কত-না যতন করি'
রাখিলাম কবি, প্রণয়ের মধু
হৃদয়-পাত্র ভরি' ;

অশোক-বকুল- সাথে-সাথে আমি
দাঁড়ালাম তা'রি পথে,
আসিবে হেথায় প্রাণের দেবতা
কখন কুসুম-রথে !
আমের মুকুল সে-ও দিয়ে গেল
কণ্ঠে বরণ-মালা,
মোর বুকে শুধু রয়ে গেল আঁকা
শত-অভিমান-জ্বালা !

দেবতার পূজা আমাতে না হোক্',
না হো'ক্ মিলন-হার,
শুধু দাও মোরে একটী ভিক্ষা
জীবনে একটীবার,—
শুধু মোরে আজ ফুটিবারে দাও
প্রাণের পূর্ণতায়,
ফাল্গুন-রাতে দক্ষিণ বাতে
ঢল ঢল জ্যোছনায় !
দেহের ক্ষুধার ক'রো ন'াক দাবী,
ছিঁড়না'ক ফুল আর,
প্রাণের সুধার ভাগ লও তুমি
দুর্ল্লভ উপহার !

গোলাপফুলের ব্যথা

বহিন্, তোরা থাকিস্ সুখে,
গুল্‌বাঁদী আজ বিদায় চাহে,
সোবরাতিতে জ্বালাস্ বাতি
এম্‌নি মধুর সাঁঝের বায়ে,
কবর আমার টাট্‌কা রাখিস্
ভিজিয়ে ব্যথার নয়নজলে,
তোদের বুকের পরশ মেশাস্
আমার বুকের দূর্ব্বাদলে।

বস্‌রা যেদিন ভর্‌বে সখি,
রম্‌জানেরি আজান্-গীতে,
খুঁজিস্ তোরা আমায় আবার
বন্দীশালার মিনার্‌টীতে ;
শুনিস্ তোরা গানটী আমার
নিশীথ্-রাতের অন্ধকারে
কেল্লামাঠের খেজুর-তলায়
সহরশেষের মরুর ধারে !

দখিন্ হাওয়া বইবে যেদিন
আঙুর-বনের প্রণয় মাগি,'
রঙ্-ধরানো নিটোল অধর
কাঁপ্‌বে কা'দের চুমার লাগি',
মৌ-মাছিদের গুন্‌গুনানি
বুলবুলিদের গানের সুরে—
আমায় আবার দেখিস্ খুঁজে',
থাক্‌ব না আর সেদিন দূরে!

ঝঞ্ঝা যেদিন মাত্‌বে বহ্নি,
মরুর বালু উড়িয়ে এনে,
তাড়িয়ে দেবে দিনের আলো
আকাশ থেকে চাবুক্ হেনে',
উঁটের সারি চল্‌বে না আর,
সব কবুতর্ বেতর্ হ'বে,
আধ্-পাকা সব ঝর্‌বে খেজুর,
জান্‌লা দুয়ার বন্ধ রবে,—

সেদিন তোরা ঝড়ের বুকে
কান্না আমার শুন্‌তে পাবি,
আকাশ-মাটির বুক চিরে' হায়!
চাইবে কারা বিচার-দাবী,

বাদ্‌সা তখন শুন্‌বে কি আর
মন-ভুলানো তোদের গীতি,
পাংশু চোখে উঠবে ভেসে'
রক্ত-ফেনিল লক্ষ স্মৃতি!

হায়! দুনিয়া, প্রেমের ওজন
পান্না-হীরার বাট্‌খারাতে?
আস্‌রফি আর মতির ঝলক্‌
আঁক্‌বে কি প্রেম হিয়ার পাতে?
প্রেমিক-যে সে বাস্‌বে ভাল
বক্ষে অসির আঘাত নিয়া,
খুন্‌-মেশানো প্রেমের নেশায়
গুণ করে যে নারীর হিয়া!

বাদ্‌শা যেদিন আন্‌লে আমায়
মায়ের বুকের পাঁজ্‌রা ছিঁড়ে',
আগুন্‌ দিয়ে জ্বালিয়ে কুটীর
খড়্গ হানি' বাপের শিরে,—
পাগল হ'য়ে ছুট্‌ছে ঘোড়া,—
আমার প্রেমিক ওমর্‌ আসে,
আগুন জ্বলে পায়ের তলায়
আগুন জ্বলে রক্তাকাশে!

ওমর্ আমার ওমর্ আমার
গুলের হিয়ার মালিক যে সে !
কিশোরকালের প্রেমের আসন
কাড়্তে পারে বাদ্সা এসে ?
··· হা হা রে মোর ওমর্ লুটায় !
খুন্ ঝরে যে কল্‌জে ফুঁড়ে' !
নিভিয়ে দিলে প্রাণের চেরাগ্
দুষ্‌মনে কে বর্শা ছুঁড়ে' !

সেদিন রাজার ফুলবাগানে
মুকুল নাহি খুল্‌ল আঁখি,
বসন্ত যে বিদায় নিল
আধ্‌খানি পথ থাক্‌তে বাকি,
সেদিন রাজার মুক্তাহারে
মুক্তারা সব সজলচোখে
রূপের জ্যোতি রাখ্‌ল ঢেকে'
একটী নারীর বুকের শোকে !

কাঁদ্‌ছে হীরা পান্না চুনি
কাঁদ্‌ছে হেথায় মতির মালাও,
দেওয়ালগুলো আঁৎকে উঠে'
বল্‌ছে যেন 'পালাও, পালাও' ;

কাঁদ্‌ছে হেথা সোনার মুকুট,
পাষাণ কাঁদে পায়ের তলে,
রূপের নূতন কবর হ'বে
আজ্‌কে রাজার রূপ্‌মহলে!

নীল নয়নের করুণ দীঠি
আকাশ হানে ঘুল্‌ঘুলিতে,
কল্‌জে-ছেঁচা সুর্‌টী ঢালে
কোন্‌ অদেখা বুল্‌বুলিতে;
হায়! নারি, তোর বুকের ব্যথা
পাখীর গানেও পায় যে সাড়া,
বুঝ্‌লে না হায়! তা'রাই শুধু
মানুষ হয়ে জন্মে যা'রা!

মরণ আমায় ডাক দিয়ে যায়
গোপন ছুরির ঝিক্‌মিকিতে,
নারীর বুকের রক্ত-ফুলে
দানব-পায়ে অর্ঘ্য দিতে,
হাজার নারী কবর ছাড়ি'
দাঁড়িয়েছে ওই আকাশ ঘিরে',
কোন্‌ অভিশাপ ছড়িয়ে পড়ে
আজ নৃপতির পুণ্যশিরে।

বহিন্, তোরা কাঁদিস্ না'ক,
আস্‌ব ফিরে' তোদের ঘরে,
ফুট্‌বে যে ফুল ব্যথায় রঙীন্
তুচ্ছ আমার কবর 'পরে,—
তা'রেই তোরা বাসিস্ ভালো,
তা'রেই থাকিস্ বক্ষে ধরি' ;
বস্‌রাতে আজ ঝর্‌ল যে গুল্,
ফুট্‌বে সে যে জগৎ ভরি' !

কুন্দফুলের ব্যথা

বাতাস, কেন রে হাসিয়া উঠিস্ আজ
ছায়াভরা কাশবনে ?
করতালি দিয়ে তালীবন ডাকে "আয়",
কেয়া মিটি মিটি ঘোমটার ফাঁকে চায়,
দিগ্‌বধূ ওই মেঘ-রেণু মাখে গা'য়
পুলক-বিভোর-মনে ;
বাতাস, কেন রে হাসিয়া উঠিস্ আজ
ছায়াভরা কাশবনে ?

কে এল রে ওই রূপের পসরা শিরে
বিদ্যুৎ-জ্বালা-আঁখি ?
মেঘ-ডম্বরু-সাড়ীটী অঙ্গে তা'র,
গতির ছন্দে ঝলিছে চন্দ্রহার,
"কে নিবি রে রূপ"—ফিরে' ফিরে' বার বার
দ্বারে দ্বারে যায় হাঁকি',
কে এল রে আজ রূপের পসরা শিরে
বিদ্যুৎ-জ্বালা-আঁখি !

পসারিণী তা'র পসরা উজাড়ি' দিয়া
ফিরে' চলে যায় ওই !
হাসে সব ফুল রূপের গরব বুকে
লীলা-চঞ্চল উচ্ছল কৌতুকে,
আমি শুধু হায় ! কেঁদে উঠি ম্লানমুখে—
আমার রূপটী কই ?
পসারিণী তার পসরা উজাড়ি' দিয়া
ফিরে' চলে যায় ওই !

নত আঁখি দু'টী সজল ব্যথায় ভরি'
চেয়ে' ছিনু অভিমানে,—
কে গো তুমি এসে পরশে তোমার মরি !
এত রূপ মোর অঙ্গে দিলে যে ভরি' !
বুঝিনি কখন্ এসেছ কেমন করি'
সরে' গেছ কোন্ খানে !
নত আঁখি দু'টী সজল ব্যথায় ভরি'
বসে' ছিনু অভিমানে !

বান্ধুলীফুলের ব্যথা

একদা সে-কোন্ শুক্লা ফাগুন্-রাতে
বরণের মালা দিয়েছিলে তুলে' হাতে,
নতমুখে ছিলে দাঁড়ায়ে দ্বারের পাশে,
যদি মালাখানি কণ্ঠে ফিরিয়া আসে !
নিশীথরাতের ভাষাহীন আকুলতা
চাঁদের আলোকে খুঁজিয়া মরিছে কথা,
কে চির-বিরহী ঘনদেবদারুছায়ে
উদাসবীণাটী বাজায় অলস বায়ে,
সে-দিন তোমার মালাটী চরণে দলি'
উপহাসি' হায় ! গিয়াছিনু দূরে চলি !

বরষার মেঘ ডেকে' ডেকে' যায় ফিরে'
অনাদি যুগের বিরহী হৃদয়টীরে ;
মিলন-স্বপ্নে তন্দ্রা নেমেছে চোখে,
ঢুলেনী পবন বিদ্যুৎ-দীপালোকে !
লাজুক কেতকী প্রথম-গন্ধভারে
মধুর প্রণতি পাঠায় আমারি দ্বারে !
সে-নিশি যে-গান ধরার সুরের স্রোতে
মিশা'তে চেয়েছি আমারি নূপুর হ'তে,
কাজ্রীর সুর ছেয়েছে আকাশ ঘিরে'
রুদ্ধ দুয়ারে তুমি শুধু গেছ ফিরে' !

রজনীর শেষে কালো আকাশের গায়ে
ছোট ছোট মেঘ ঘুমায় ক্লান্তকায়ে ;
ঢলে' পড়ে চাঁদ নারিকেলবনশিরে,
গুমরি' গুমরি' বাতাস কাঁদিয়া ফিরে ;
আঁধার-আলোর গুণ্ঠন মুখে টানি'
হেরিছে ধরণী কাহার স্বপনখানি !
ফুলের সুবাস হারাণো স্মৃতির মত
ভাসিয়া আসিছে জাগায়ে বেদনা শত,
তুমি এসেছিলে একটী চুমার তরে
বিদায়ের রাতে আমারি বিজন ঘরে !

সে-নিশি তোমায় দিয়েছিনু যত ব্যথা,
বলেছিনু যত কুলিশকঠোর কথা,
এ ফুল-জনমে সে-সব এসেছে ফিরে',
চাহে সারাপ্রাণ হারাণো লগ্নটীরে !
আজিও রেখেছি ব্যগ্র অধরবুকে
সেই সাধটুকু স্মৃতির স্বপ্নসুখে,
যদি কোন'দিন আবার ফাগুন্-বনে,
আবার শাঙনে, শরতের সমীরণে,
যৌবন-জাগা একটী নিশার শেষে
এ অধরখানি তোমারি অধরে মেশে !

বেলফুলের ব্যথা

"চাই বেলফুল !" কে হাঁকিল আজ নগরীর রূপহাটে,
কে আনিল মোরে হেথা লালসার পঙ্কিল পারঘাটে !
ধরণীর বুকে স্নেহ-সুখছায়ে
স্নিগ্ধ মধুর দক্ষিণ বায়ে
মেলেছিনু আঁখি কোন্ সন্ধ্যায় নীরব পল্লীবাটে,
"চাই বেলফুল !" কে হাঁকিল আজ নগরীর রূপহাটে !

কা'রা ওই হায় ! সাজা'য়ে এনেছে রূপপণ্যের ডালা ?
নয়নে রেখেছে জমাট্ অশ্রু হাসিতে চিতার জ্বালা !
রঞ্জিত ম্লান শুষ্ক অধর
লোভে আর ক্ষোভে কাঁপে থর্থর্,
অকালে কখন্ ফেলেছে শুকায়ে যৌবন-ফুল-মালা !
কা'রা ওই হায় ! সাজায়ে এনেছে রূপপণ্যের ডালা !

গান গায় কা'রা—"ওগো যৌবন, ঢালো আরো মধু ঢালো,
কামনার দীপ নূতন করিয়া জ্বালো, ওগো আরো জ্বালো !"
কেঁপে' আসে স্বর গোপন ব্যথায়,
জল নেমে' আসে আঁখির পাতায়,
তবু গান গায় "যৌবন, আমি তোমাকেই বাসি ভালো ;
ওগো যৌবন, ওগো অভিশাপ, ঢালো আরো মধু ঢালো !"

কা'রো চোখে হায়! হারাণো অতীত নূতন করিয়া ভাসে,
শান্ত গৃহের পুণ্য ছবিটী বারবার মনে আসে!
হয়ত সেখানে আজি সন্ধ্যায়
জ্বলে নাক দীপ তুলসী-তলায়,
রুগ্ন স্বামীর কম্পিত স্বর ডাকে তা'কে তা'র পাশে!
কা'রো চোখে হায়! হারাণো অতীত নূতন করিয়া ভাসে!

ওই কে গো ফিরে নাচিয়া নাচিয়া মদিরা-পাত্র-হাতে,
সারা-যৌবন নিঙাড়ি' দিয়াছে আজি বসন্ত-রাতে!
ঢল ঢল ঢল নয়নের তলে
শত কামনার যে আগুন জ্বলে,
হয়ত সেথায় ঝরে' পড়ে ব্যথা নীরব অশ্রুপাতে!
তবু ফিরে হায়! নাচিয়া নাচিয়া মদিরা-পাত্র-হাতে।

পথে ডেকে' যায় ভিখারী বালক "মা, ছুটী ভিক্ষা চাই!"
ও কি ও চমকি উঠিলে যে নারি? ও তোমায় ডাকে নাই!
কবে লালসার পঙ্কিল স্রোতে
ভেসে গেছে শিশু তব বুক হ'তে,
স্নেহাতুর হিয়া অতীতের লাগি' উঠিল কি কাঁদি' তাই?
পথে ডেকে' যায় ভিখারী বালক "মা, ছুটী ভিক্ষা চাই!"

মদিরার বুকে আজিকে ডুবাও বুক-ভাঙ্গা যত ব্যথা,
যৌবন আজি নূতন মন্ত্রে ভেঙ্গে দিক্ নীরবতা !

ভেঙ্গে চুরে হিয়া হোক্ শতখান্,
তবু অভাগিনী নাচো, গাও গান,

ভুলে' যাও আজি হারাণো দিনের ছু'টো মনে-পড়া কথা,
মদিরার বুকে আজিকে ডুবাও বুক ভাঙ্গা যত ব্যথা !

যূথিকার ব্যথা

আধখানি চাঁদ নারিকেলতরুশিরে
আজো উঁকি মারে নীরব সন্ধ্যাবেলা,
বাতাস আসিয়া খুঁজে তা'র সাথীটীরে—
"কোথা গেলি ভাই, আয় আয় করি খেলা !"
জানেনা'ক তা'রা, বুকের মানিক মোর
কেড়ে' নিয়ে গেছে চুপি চুপি কোন্ চোর !

পাতার আড়ালে মেলি' দু'টী ছোট আঁখি
এতটুকু হাসি উঠেছিল সে যে হেসে,
পাপড়ির দু'টী ছোট বাহু বুকে রাখি'
মুখপানে সে যে চেয়েছিল ভালবেসে !
সে-পরশ আর হাসির স্মৃতিটী-সাথে,
জেগে' বসে' আছি নীরব নিশীথরাতে !

ওরে নির্ম্মম, ওরে চির-অভিশাপ,
ওরে যাদুকর, কেন এসেছিলি বুকে ?
সহিল না প্রাণে বুঝি এ স্নেহের তাপ,
দেবদূত তুই, ছলি' গেলি কৌতুকে !
একি লুকোচুরি ? বল্ রে মুকুল বল্,
আবার কি এসে মুছা'বি চোখের জল ?

শুষ্ক বৃন্ত এখনো গন্ধমাখা,
আঁকাড়ি' রেখেছে ক্ষুদ্র স্মৃতিটী তোর,
কচি অধরের চুম্বন-ছাপ-আঁকা
ছোট পাতাগুলি জেগে আছে নিশি-ভোর!
শিশিরের কণা না পায় খুঁজিয়া তোকে,
ম্লানমুখে ধরা পড়ে আছে তোর শোকে!

আয় ফিরে' আয়, সারাটী গগন ঘিরে'
আকাশের ফুল একে একে ফোটে ওই,
দূর থেকে তা'রা তোকে ডেকে ডেকে ফিরে—
"ফুটেছি আমরা,—ধরার সে সখী কই?"
আয় ফিরে' আয়,—প্রাণে বড় ব্যথা বাজে,
মায়ের উপর অভিমান কিরে সাজে?

কনকচাঁপার ব্যথা

আমিই সখা, জ্বেলেছি দীপ গভীর রাতে,
তোমার গোপন-অভিসারের পথ দেখাতে !
বনের চোখে এসেছে ঘুম,
বাতাস ঢুলে তন্দ্রা-নিঝুম,
তারারা আজ কয় না কথা ধরার সাথে !

চাঁদটী ঢাকা তরল মেঘের আঁচল-আড়ে,
একটুখানি স্বচ্ছ আঁধার নদীর পাড়ে !
'নিশিতে' আজ ডাক দিয়ে যায়
নিশীথ্ রাতের ছায়ায় ছায়ায়,
বন-তুলসীর গন্ধ ভাসে পথের ধারে !

বনের তলে শুক্‌নো পাতার উপর দিয়ে
উদাস হাওয়া আছ্‌ড়ে কোথায় পড়্‌ল গিয়ে
ঘুমশিশুরা ধরার ক্রোড়ে
চম্‌কে ওঠে স্বপন-ঘোরে
আকাশ জাগে ঘুমপাড়ানীর স্থরটী নিয়ে !

রাত্রি যেন কোন্ অতলের গোপন-ঘরে
করুণ কোমল মীড়টী বীণায় আলাপ করে ;
অন্ধ আঁখির কোণটী ব'য়ে
ঝর্‌ছে সে সুর অশ্রু হ'য়ে,
ধরণী সেই অশ্রুঝরার ব্যথায় ভরে ।

এই পথে যে আস্‌বে তুমি এই ত জানি,
আপন হাতে জ্বেলেছি তাই প্রদীপখানি !
নিশি-যে যায়, ভ্রষ্ট লগন,
দীপ নিভে যায়, ব্যর্থ রোদন,
আঁধার বুকে হারিয়ে যে যায় সকল গানই !

সন্ধ্যামণির ব্যথা

আজ্‌কে আবার কুহক-বাঁশী কে ওই বাজালে ?
অস্তরাগের মুকুট গড়ে’ কে ওই সাজালে ?
গাঙের জলের ঝিক্‌মিকিতে
ওড়্‌নাখানির আড়ালটীতে
সন্ধ্যা-তারার-টীপটী-ভালে দীপটী কে জ্বালে ?

ওগো আমার নিত্য-সখি, চোখের-যে হয় ভুল,
তোমার বেণীর বন্ধনী যে আমারি মুকুল !
দক্ষিণা ওই বাতাস এসে’
আমারি এ গন্ধে মেশে,
আধ্‌-আঁধারে দোলায় তোমার ধূপ্‌ছায়া-দুকূল

সত্যি তুমি দেবদাসী কি ভুবন-দেউলে ?
কান্না-হাসির ফুলগুলি আজ পরেছ চুলে ?
অস্ত-মেঘের পথটী বেয়ে’
নাচ্‌তে এসে লাজুক মেয়ে
সোনার নূপুর হারিয়ে কোথায় পথ গেছ ভুলে ?

হয়ত তুমি উর্ব্বশী কোন্ স্বর্গ হ'তে ফিরে'
খুঁজিছ এক পুরূরবায় মর্ত্ত্যনদীর তীরে।
আঁধার-দানব ধর্‌ছে কেশে,
কাঁদ্‌ছ কি তাই শিথিল-বেশে?
রত্নভূষণ হৈমবসন লুটায় মেঘ-শিরে?

আদিম কবির ছন্দ কি আজ ফুট্‌ল ও-রূপ ধরি'?
লয় কি আজো আগুনশিখায় সীতায় পরখ করি'
কিম্বা হোথা সাগর-কূলে
সাজিয়ে চিতা অশোকফুলে
রক্ষোবধূ মরণ লভে স্বামীর চরণ 'পরি?

ফাগ্ খেলে কি দিগঙ্গনা নীলমাধবের সনে?
আবির ওড়ে হোলির নেশায় আকাশ-বৃন্দাবনে?
ইন্দ্র ধনুর ময়ূর-পাখা
দায় যে হোল লুকিয়ে রাখা!
হাসিটী কার ছড়িয়ে পড়ে বাঁশীর কুহরণে?

সন্ধ্যা, তুমি অনেক কথাই জাগাও-যে মোর প্রাণে,
কতই-কি-যে হারিয়ে গেছে কোথায় যে কোন্‌খানে,
অজানা কোন্ ব্যথার ভারে
হৃদয় আমার চায় যে কা'রে,
মুকুলদিনের স্বপ্ন-ঘেরা খেই-হারাণো গানে !

বরণ-মালা পরিয়ে গেছে কোন্-সে অরুণ প্রাতে,
আজ-যে তা'রে বেড়াই খুঁজে' ফুল ফুটিবার রাতে !
এখনো তা'র অঙ্গ সুবাস
গন্ধে আমার হয় যে প্রকাশ,
বর্ণে আমার পরশটী তা'র রয়েছে একসাথে !

শিমূলফুলের ব্যথা

সমাজ-বাঁধন নাই যে আমার, কেউ ভোলে না সৌরভে,
মুক্ত আমি, রুদ্রে বাসি ভালো,
শুষ্ক শাখার বক্ষ ভরি' বন্ধু, তোমার গৌরবে
দীর্ণ বুকের রক্তে জ্বালি আলো!
ঈশানকোণের আঁধাররাশি ভয় যে দেখায় ভাই,
কালবোশেখীর ঝঞ্ঝাশাসন নিত্য বুকে পাই!

জন্ম আমার রিক্ত তরুর নিবিড়-বেদন-পঞ্জরে,
লক্ষ্মীছাড়ার ব্যথার হাসি আমি,
ফুলের মালায় গাঁথ্‌তে আমায় ভয় যে জাগে অন্তরে,
সঙ্গী কারেও পাই না দিবসযামী।
পথিক কেহ চায় না ফিরে' সবাই সরে' যায়,
রক্ত-প্রদীপ জ্বালিয়ে একা রাত্রি কাটাই হায়!

মাথার উপর বজ্র ডাকে, রুদ্র নাচে তাণ্ডবে,
বন্ধু, আমার এই ত মহোৎসব,
চাই যে বিরাট্‌ বাড়বশিখায়, চাই যে জ্বলৎ খাণ্ডবে,
অগ্নিবায়ুর চাই যে আর্ত্তরব!
বকুল-বেলা-শিউলি-যুথীর অলস ঘুমের গান
ক্ষুব্ধ আমার হিয়ার তলে পায় না কোন স্থান!

ওই যে হোথায় শিয়ালকাঁটা-বাবলাবনের বক্ষে গো
ফুল ফুটেছে অধীর অভিমানে,
কাঁটার ব্যথায় জন্মে ওরা আগুনভরাচক্ষে গো
কাঁটায় মরণ ধন্য বলি মানে!
ওদের বুকেই ধরার ব্যথা রক্ত দিয়ে আঁকা,
ওদের মুখেই অনাদৃতের দরদ্‌টুকু মাখা!

বন্ধু, তুমি ভুলেই যেও কালবোশেখীর যাত্রীকে,
দুর্দ্দিনেরি ক্লান্ত পথিকটীরে,
আমরা চির বরণ করি নিবিড় অমারাত্রিকে,
মলয় বাতাস তোমায় থাকুক্‌ ঘিরে'!
বকুল-বেলা-গোলাপ-চাঁপা ফুটুক্‌ তোমার পথে,
উদয়-রাগের বিজয়-নিশান উড়ুক্‌ তোমার রথে!

তুলসীমঞ্জরীর ব্যথা

পুরুতঠাকুর, কি করিলে আজ ছোট মেয়েটীকে মেরে' ?
নাক দিয়ে তা'র ঝরিছে রক্ত, কাঁদিতেছে ডাক ছেড়ে'।
চাঁড়ালের মেয়ে শুচিতা তোমার জানেনা'ক হতভাগী,
ছিঁড়িয়াছে শুধু মঞ্জরী দু'টি ছোট ভাইটীর লাগি' !
খড়মের চোটে শাস্ত্র-নিয়ম দেখায়ে দিয়েছ ঢের,
আহা ! ও কাঁদিছে লুটায়ে ধুলায় মেরোনা'ক ওকে ফের্ !
অশুচি হয়েছে তুলসীমঞ্চ ? কে বলে মিথ্যা-বাণী ?
ওর চেয়ে হায় ! শুচি পাবনা'ক তাহা আমি বেশ জানি !
নিষ্পাপ দু'টী ছোট ছেলে মেয়ে, ওদেরি পরশ চাই,
ওরা যত আছে দেবতার কাছে, তোমরা'ত তত নাই !

ওরে অভাগ্য, ওরে বঞ্চিত, তোরা শুধু কাছে আয়,
ওরে সমাজের চির-ঘৃণাহত, শৃঙ্খল-বাঁধা-পায়,
বেদনার বোঝা শিরে লয়ে যেতে কঙ্কর-পথ ধরি'
ক্ষত-বিক্ষত-চরণরক্ত কত-না পড়েছে ঝরি',
সেইগুলি শুধু মালা গেঁথে' তোরা দিয়ে যাস্ উপহার
ছুৎ-মার্গের মন্দির-তলে দাম্ভিক দেবতার !
আয় কাছে আয় ! হোস্ চণ্ডাল হোস্ ডোম হাড়ি মুচি
মানুষের গড়া যে-নামে ডাকুক্ যা'র যাহা অভিরুচি,
মাটির তলায় ভিত্তির মত নীরবে পাতিয়া শির
তুলেছিস্ তোরা মন্দির-চূড়া সমাজ দেবতাটীর !

যা'রা কেড়ে' নেবে গৌরব তোর, দেবে ফিরে অপমান,
নিজেদের পাপ তোদেরি মাথায় হাসিয়া করিবে দান,
শোষিয়া তোদের শোণিতবিন্দু যা'রা মিটায়েছে ক্ষুধা,
তোদের দিয়েছে গরলের ভাগ, নিজেরা নিয়েছে সুধা,
ওরে নির্জ্জিত, চিরশঙ্কিত, ওরে সহিষ্ণুদল,
ধর্ম্মের নামে এত অবিচার কেমনে সহিবি বল্ ?
জাতির মাঝারে জাতিহারা তোরা তবু কি চেতনা নাই ?
বিধাতার বিধি পায়ে ঠেলে' আজ মানুষের বিধি চাই ?
ওরে লাঞ্ছিত ! ধর্ম্মের নামে ভুলেছিস্ সব ব্যথা,
ওরে মহীয়ান্, যুগ যুগ ধরি' তবু কহিস্‌নি কথা !

আয় বাছা কাছে ! পর্ণকুটীরে একটী মায়ের চোখে
ব্যথার সাগর উথলি' উঠিবে এখনি আকুল শোকে,
হয়ত কেহই কহিবে না কথা শঙ্কাকাতর-প্রাণ,
নীরবে বহিবে পুরাতন পথে সঞ্চিত অপমান !
রক্তের দাগে হ'য়ে গেল লেখা যে গোপন ইতিহাস,
যে কাহিনী আজ জড়ায়ে রহিল একটী দীরঘশ্বাস,
নয়নের জলে ঝরে' গেল পথে যে নীরব হাহাকার,
বুকের পাঁজর পুড়াইয়া গেল যে আগুন বেদনার,
ব্যর্থ কি হবে সে-সকল আজি ? চিরলাঞ্ছিত ওরে,
ভবিষ্যতের দেবতা রাখিছে সব সঞ্চয় করে' !

নাগকেশরের ব্যথা

ও কে বিয়ের ক'নে মোয়ের বনে মুখ লুকিয়ে কাঁদ্ছে রে ?
আহা ! সোনার মুখে রোদ্ লেগেছে, ঘাম মিশেছে চন্দনে,
ও'র আলোর ময়ূরকণ্ঠী সাড়ী চোখ্ দুটো মোর ধাঁধ্ছে রে,
আহা ! কাননছায়ায় কাজল্লতায় হারিয়েছে সে আন্মনে !
সে যে আমার মুকুলপুরীর সঙ্গিনী,
কোন্ অতীতের ফুলের মালার বন্দিনী !

ও কে বিয়ের ক'নে নদীর তটে চাঁদের আলোয় স্নান করে ?
তা'র হাওয়ায় কাঁপে বসনখানি পলাশবনের পথটীতে,
সে যে মাটির মায়া মেঘের ছায়া ফুলের ব্যথার গান ধরে,
আনে অচিন্পুরীর স্বপ্ন-বাসর আজ জ্যোছনার রাত্টীতে !
সে যে আমার মুকুলপুরীর সঙ্গিনী
কোন্ অতীতের ফুলের মালার বন্দিনী।

ও কে বিয়ের ক'নে দেয় উঁকি আজ ঈশানমেঘের পাশ থেকে ?
তা'র হীরার সিঁথি ঝল্সে ওঠে, যায় সরে' সে লজ্জাতে,
দেয় বজ্র-পাগল হাত্তালি তা'র চম্কে-ওঠা ত্রাস দেখে',
আহা ! অশ্রু যে তা'র মিশ্ছে ধরার বরণডালার সজ্জাতে !
সে যে আমার মুকুলপুরীর সঙ্গিনী,
কোন্ অতীতের ফুলের মালার বন্দিনী !

ও কে   বিয়ের ক'নে হলুদ্‌গায়ে নাইতে নামে কোন্ ঘাটে ?
তা'র   আল্‌তাপায়ের ছাপটী ফুটায় সন্ধ্যাতারায় স্বপ্ন রে,
তা'র   অঙ্গবরণ ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়-নদী-বন-মাঠে,
ও সে   কোন্ গোধূলির নয়নমণি, কা'র হৃদয়ের রত্ন রে !
সে যে আমার মুকুলপুরীর সঙ্গিনী,
কোন্ অতীতের ফুলের মালার বন্দিনী !

ও কে   বিয়ের ক'নে গুম্‌রে কাঁদে বাদলরাতের অন্তরে ?
তা'র   বরণমালার পাপ্‌ড়ি খসে, লগ্ন বুঝি আস্‌বে না,
ওই   ডাক্‌ছে দেয়া, কদম-কেয়ার পাগল করে গন্ধ রে,
ও যে   বল্‌ছে কেঁদে—হায় ! গো পথিক্, কেউ কি ভালবাস্‌বে না।
সে যে আমার মুকুলপুরীর সঙ্গিনী,
কোন্ অতীতের ফুলের মালার বন্দিনী !

কৃষ্ণচূড়ার ব্যথা

অপবাদ মোর মাথার ভূষণ, অপবাদ লাগে ভালো,
তাই আজো সখা, রেখেছি সাজায়ে অভিসার-পথে আলো !
আজি ফাল্গুন-বনে
দখিনা বাতাসে উজাড়ি' দিয়াছি যা' ছিল লুকানো মনে !

রঙের লিপিতে কি কথা জানা'ল কোন্-সে গুপ্তচর,
মুকুলের প্রাণে আজি বাণ হানে অধীর পঞ্চশর !
লীলাচঞ্চল বা'য়
বুক হ'তে তা'র কুণ্ঠা-বসন সহসা খসিয়া যায় !

ফিরে' চাহে বন চারু অপাঙ্গে আপন অঙ্গপানে,
কোন্-সে মায়াবী রচে রূপলোক আজি বসন্ত-গানে !
ফাগ্ মাখা পথধূলি,
যে কবিতা রচে নব কিশলয়, ফুল শোনে আঁখি তুলি' !

তন্দ্রার-ঘোরে-ঢুলে-পড়া-বনে এল কোন্ নাগরিকা ?
রতন-ভূষণ-রণন-ঝননে ঝলিছে রূপের শিখা !
কোন্ কিন্নর-প্রিয়া
নূপুর-আঘাতে পথে পথে দিল অশোক মঞ্জরিয়া ?

হের সখা, চাহে গোধূলি-আকাশ ধরণীর মুখপানে,
রূপের বিচারে কে-বা হ'বে জয়ী, কেহ নাহি আজ জানে!
বনের মর্ম্মকথা
বাতাসের বুকে জাগায়ে তুলেছে আকাশের গূঢ় ব্যথা!

ফুল হ'য়ে ফোটে যে-কামনা মোর যে-রূপ পরশ লাগি',
ওগো অভিসারী, তা'রি তরে আমি হব কলঙ্কভাগী!
তোমারি বাঁশীর সুরে
মুখ তুলে' চায় শত বসন্ত আমারি মুকুল-পুরে!

আজি নীলাকাশে হেরি প্রশান্ত তোমার নয়নছু'টী,
হে চিরপথিক্, এস অভিসারে সকল শঙ্কা টুটি'!
পুষ্পিত-বনছা'য়
তোমারি চরণ-পরশ-স্বপনে হৃদয় ডুবিতে চায়!

বাজে রুণু রুণু পায়ের নূপুর,—তুমি এলে? তুমি এলে
উন্মুখ মম সারাযৌবন জেগেছে নয়ন মেলে'!
আমার ব্যথার মালা
কণ্ঠে না পর', চরণধূলার পরশে জুড়ায়ো জ্বালা!

শিরীষফুলের ব্যথা

দেবতা, তোমার একি অবিচার, নিদাঘে ফোটা'লে কোমল হিয়া?
তুহিন-কণিকা বাঁচাইতে চাও বিরাট্ বজ্র-অনল দিয়া?
আজো বসন্ত লয়নি বিদায়, লুকায়ে সে আছে আমারি বুকে,
আজো দেখ তা'র চুম্বনরাগ আঁকা রয়ে গেছে আমারি মুখে!
গন্ধ-পরশ-রূপ-রসে ভরা সদ্য ফুটেছে জীবনকলি,
রুদ্র কঠোর নিয়ম-রথের চক্রে তাহারে যেওনা দলি'!

হানিছে নিয়ত খরশরজাল নিদাঘ-সূর্য্য মমতাহীন,
তৃষ্ণা-অধীরা কাতরা ধরণী তাপিত বক্ষে কাটায় দিন!
নিঃশ্বসি' ফিরে উন্মাদবায়ু শিথিল-পত্র-পতাকা বহি',
তাম্রতপ্ত দগ্ধ আকাশ সংজ্ঞা হারায় তৃষিত রহি'!
ভ্রূকুটী-ভীষণা শীর্ণা বনানী তীব্র নয়নে চাহিয়া আছে,
শুষ্ক তড়াগ-পল্বল-নদী করুণা মাগিছে নিদাঘ-কাছে!

কোন্ সাগ্নিক জ্বেলেছে অনল পথে প্রান্তরে নয়ন ধাঁধি',
স্বেদ-নিষিক্তা শিথিলবসনা হের দিগ্‌বধূ উঠিছে কাঁদি'!
মেঘ-কজ্জল-বিহীন নেত্র কাহার স্নিগ্ধ পরশ মাগে,
উগ্র-তাপসী কোন্ অপর্ণা গৈরিকবাসে প্রহর জাগে!
নিঃশ্বাস ছাড়ে দগ্ধ বাসুকি অঙ্গারসম বিশ্ব ভরি,'
কে দিয়াছে হায়! প্রেমকরুণার দেবতারে আজি নিঃস্ব করি'?

কোমল ফুলের বেদনা-পরাগ রুক্ষ পরশে লুঠিয়া নিয়া
কালবৈশাখী অট্ট হাসিছে চারিপাশে তা'রে ছড়ায়ে দিয়া,
অন্ধ করেছে ধরণীর ধূলি, ভেঙ্গে পড়ে শাখা আহতবুকে,
উড়ে' যায় পাতা, খসে' পড়ে ফুল শঙ্কাকাতর মলিনমুখে !
চিৎকারি' উঠে মৃত্যুশয়নে রুগ্না বনানী বেত্রাহতা,
পল্লবকর উৎক্ষেপি' হায় ! লুঠায়ে পড়িছে মূর্চ্ছাগতা !

ওগো পিঙ্গল উদার আকাশ, ওগো ধরিত্রি সকলসহা,
এ কি মিলনের গ্রন্থি বাঁধিতে নামে বিদ্যুৎ অনলবহা ?
বল বল আজি অনাদি কবির এই কি প্রাণের কামনা তবে,—
শিরীষফুলের কোমল পরাগে বাসরপথটী ছাইয়া র'বে ?
রুদ্র নিদাঘে তাই কি তাহার ক্ষুদ্র জীবন উঠেছে ভরি',
আকাশধরার মিলন-কাহিনী রচে সে কি আজ ছড়ায়ে পড়ি' ?

আমারি কামনা-পরাগ খসায়ে যে গেঁথেছে তা'র ছন্দহার,
তাহারি বিরহ ঘনাইয়া আনে কেন এ নয়নে অন্ধকার !
যে দিয়াছে ব্যথা, যে করেছে জয় দহন-পীড়ন-মরণ হানি',
তা'রি লাগি' কেন আজো কাঁদি হায় ! বিছায়ে চিত্ত-আসনখানি
সে কি ভালবাসে সঙ্গ আমার ? সে কি মাখে মোর পরশ সুখে
প্রাণের দেবতা ডেকেছে কি তাই ফুটিতে তপ্ত নিদাঘ-বুকে ?

কদম্বের ব্যথা

আজি বরষার মেঘে নীলিমা ঢাকিয়া ধূম্ররাগে
কে যাজ্ঞিক বসিয়াছে যাগে ?
লেলিহান্ বহ্নিশিখা চঞ্চল বিদ্যুৎ-রূপ ধরি'
কাহার হবির অর্ঘ্য আগ্রহে নিতেছে গ্রাস করি' ?
কাহার ওঙ্কারধ্বনি বজ্রনাদে আকাশ মুখরি'
স্তম্ভিত বিশ্বের প্রাণে জাগে ?

কি মন্ত্র ধ্বনিয়া ওঠে আকাশগঙ্গার কূলে কূলে
দিকে দিকে প্রতিধ্বনি তুলে' !
দৈত্য আসে ঝঞ্ঝাবেশে, হানা দেয় পূর্ব্বাশার দ্বারে,
ফুৎকারে নিভা'তে চায় যজ্ঞানল প্রবল হুঙ্কারে !
মন্ত্ররুদ্ধ ক্ষুব্ধতেজে আপনারে আপনি সংহারে
ধরিত্রীর বনপাদমূলে !

কা'র আশীর্ব্বাদ নামে গ্রীষ্মদগ্ধ কঙ্কালের স্তূপে
মৃতসঞ্জীবনীমন্ত্ররূপে !
শুষ্কশষ্পে জেগে ওঠে হর্ষোচ্ছল স্নিগ্ধ শ্যামলিমা,
আনন্দ-কল্লোলে ভরে হিল্লোলিত দিগন্তের সীমা,
মুকুল-কপোলতলে যৌবনের ফুটে অরুণিমা
কুণ্ঠিত লজ্জায় চুপে চুপে !

ধরণীর যে রোমাঞ্চ জাগি' ওঠে হরষে গৌরবে
আজিকার প্রাবৃট্-উৎসবে,
নীপপুষ্পরূপে আমি সে রোমাঞ্চ তুলি যে ফুটায়ে
হর্ষোচ্ছল বনানীর মেদুরার্দ্র শ্যাম মঞ্জু কায়ে,
শুভ্র ফেনবিম্বসম উঠি শাখা ছাপায়ে ছাপায়ে
উচ্ছ্বসিত সবুজ আসবে !

তবু এ আনন্দস্রোতে কি বিরহ জেগে ওঠে প্রাণে
কা'র স্বপ্ন অশ্রু চোখে আনে !
অতীতে কালিন্দীতটে এমনি দাঁড়ায়ে মনোচোর
বাঁশরীতে কি রোমাঞ্চ তুলেছিল রন্ধ্রে রন্ধ্রে মোর,
সেদিনও মেদুরাকাশ বর্ষেছিল নয়নের লোর,
আমারি বক্ষের মাঝখানে !

কাশফুলের ব্যথা

সবার কাছে বিদায় নিয়ে তোর কাছে মা চাই,
সবার সেরা তোর স্নেহ মা, তুলনা তার নাই!
শিশির-মাখার সাথে সাথে
এম্‌নি সবুজ আঙ্গিনাতে
নিত্য যেন উষার আলোয় আশীষ্‌টী তোর পাই

তোর পায়ে মা পড়্‌ব ঝরে' এই ত বড় সুখ,
তোর ধূলাতে মিশিয়ে দেহ গর্ব্বে ভরে বুক,
তোর অনিমেষ নয়নত্ব'টী
শিয়রে মোর রয় যে ফুটি',
স্নেহের হাসি উজল করে মা তোর তরুণ মুখ!

সত্যি মা মোর সাধটী মনের ভোরের সমীরণে
ফুল হ'য়ে যে ফুট্‌ল শুধু সেবার আকিঞ্চনে!
তোর করুণার স্বর্গ বেয়ে'
ধরায় এলাম যে গান গেয়ে'
সুরটী যে তার নিত্য জাগে সন্ধ্যা-উষার মনে!

সোনালীরং কনকচাঁপা তোর-যে রতনচূড়,
ঘাসের বনের গুচ্ছকুসুম তোরি-যে নূপুর,
সোঁদালফুলের কেয়ূরহারে
হাজার মাণিক ঝিলিক্ মারে,
মা তোর আঁচল শ্বেতশতদল শোভায় যে ভরপুর!

স্নেহের ব্যথা ঘনিয়ে আসে আজ কি মা তোর মনে?
সজল আঁখির কাজল আঁকা তাই কি কেয়ার বনে?
মাঠের পারে মেরের কাছে
অশ্রু যে তোর থম্‌কে আছে,
দীরঘশ্বাসের পরশ যে পাই উদাস সমীরণে!

দিনের শেষে সূর্য্য যখন বসেন আপন পাটে,
ধানের শীষে কাঁপন ধরে সবুজভরা মাঠে,
কোথায় দূরে গ্রামের মাঝে
ঢাকের রবে বোধন বাজে,
হৈমবরণ তোর মা দেখি পদ্মদীঘির ঘাটে!

মুখখানি তোর মুছিয়ে যে মা আদর করে' তাই,
প্রাণের আশা মিটিয়ে তোরে ব্যজন করে' যাই!
বিদায় দে মা আবার এসে
শরৎরাণীর শোভার দেশে
তোর চরণে পাই যেন মা একটু আমার ঠাঁই!

নিমীলনী

শেষঝরা কুসুমের মিনতি নিও,
শুধু, মনে রাখিও !
যৌবন কাঁদে সখা, দাঁড়ায়ে দ্বারে,
আজি দিও না দিও না প্রিয়, ফিরায়ে তা'রে ;
বিদায়ের উৎসবে
তা'রি যে বরণ হ'বে,
ব্যথার মালাটী তা'র কণ্ঠে দিও !

শেষঝরা কুসুমের মিনতি নিও,
শুধু, মনে রাখিও !
যে-গান বিদায়-দিনে চলেছে কাঁদি',
তা'রে কি রাখিতে পার হৃদয়ে বাঁধি' ?
নিখাদ-সুরের সাথে
ফিরেছে সে দিবারাতে,
এ ব্যথার লিপি তার বুকে লিখিও !

শেষঝরা কুসুমের মিনতি নিও,
শুধু, মনে রাখিও !
মাটিতে লুকায় মুখ যে ঝরা-পাতা,
তা'রি-যে কাহিনী মোর হৃদয়ে গাঁথা !
গোপন মরণ-শরে
যে পাখী লুটায়ে পড়ে,
তা'রি শেষ-সুর মোর গানে খুঁজিও !

শেষঝরা কুসুমের মিনতি নিও,
শুধু, মনে রাখিও !
আগুন লেগেছে যেথা ফুলের বনে,
ফাগুনের হাতছানি কে আর শোনে ?
যে-তৃষা উঠেছে জাগি'
তোমারি করুণা মাগি'
হে দরদী, তা'রি লাগি' দ্বারে রহিও !